NOV. 20 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ... ৬ ....

তারুণ্য

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবীরা ক্রমশঃ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে

রেজানুর রহমান ॥ দেশের উচ্চশিক্ষা তষ্ঠানসমূহে মেধার চেয়ে সাংগঠনিক রচয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায় ধাবী ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমশ অসহায় ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ঘটেছে ব্যাপক পরিবর্তন। একদল অন্যদকলকে সরিয়ে দিয়েছে। আবার

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

তারুণ্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অন্যদল ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই আবারও ঘটেছে পরিবর্তন। দখল-পাল্টা দখলের এই অস্থিরতায় মেধাবীরা হয়ে উঠছে অসহায়। বৃদ্ধি পাচ্ছে সেনশজট। বাধ্য হয়ে মেধাবীদের অনেকেই বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন। দেশে বর্তমানে ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকলক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সক্রিয় ছাত্র সংসদ নেই। দীর্ঘ ১১ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এনিয়ে কারও তেমন কোন দুশ্চিন্তা নেই। তবে আধিপত্য বিস্তারের ঘৃণ্য লড়াই চলছে প্রতিটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বিগত সরকারের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পদ অলংকৃত করেছেন যারা আজ তারা নেই। নতুন সরকার নতুনভাবে সাজাচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসন। পাশাপাশি চলছে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার ও হলদখলের পালা। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ইতিপূর্বেও এই ধরনের দৃশ্য দেখেছেন। এখনও দেখছেন। বর্তমান সরকারের মাত্র দেড় মাস সময়ের মধ্যেই দেশের ১০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ উচ্চপদে পরিবর্তন এসেছে। সাথে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের আধিপত্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা লালনের বিষয়টি অতীতের মত আবারও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র আক্ষেপ করে বললেন, দূর অতীতে আদরণীয় ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র-ছাত্রীরা। তাকে নিয়ে সকলে গর্ব করতো। এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন ক্যাম্পাসের ক্যাডার। একজন মেধাবী ছাত্রকে বিভাগীয় প্রধান অথবা হল প্রভোস্টের সাথে দেখা করতে হলে পারমিশন নিতে হয়। কিন্তু হলদখলকারী অছাত্র ক্যাডার তরুণ যখন তখন বিভাগীয় প্রধান অথবা হল প্রভোস্টের কক্ষে ঢোকে। মিটিং এ পরামর্শ দেয়। হলের টেলিফোন ব্যবহার করে। বীরদর্পে হলের কক্ষে রাত্রি যাপন করে। দীর্ঘ বছর ধরে চলছে এই অস্থিরতা। আধিপত্য বিস্তার ও সাংগঠনিক প্রভাব বজায় রাখার লক্ষ্যে 'জোর যার মুল্লুক তার' সংস্কৃতি গুরুত্বপাচ্ছে। কখনো কখনো সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এই সংস্কৃতিতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছেন।

অভিজ্ঞ মহলের মতে, দেশের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'দখল পাল্টা দখলের' অস্থিরতা দূরকরা প্রয়োজন। ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের বিদ্যমান ধারা অব্যাহত থাকলে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে কোন না কোন ছাত্র সংগঠন বাধ্য হয়ে করতেই হবে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র আন্দোলনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই ছাত্র সংগঠন অথবা ছাত্র আন্দোলনকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু ছাত্র সংগঠনের পরিচয়ে দখল-পাল্টা দখলের লড়াই জাতির জন্য কতটা সুখকর ভাবা প্রয়োজন। পাশাপাশি দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উচ্চপদে শিক্ষককে আসীন করার সংস্কৃতি উৎসাহ পাওয়া উচিত কিনা এ ব্যাপারেও ভাবা জরুরী হয়ে পড়েছে।